জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি
শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

প্রকাশকঃ আছ-ছিরাত প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭১৭৬৭২৪৫৮

প্রকাশকালঃ
ফেব্রুয়ারী ২০১১ খৃ.
সফর ১৪৩৩ হিঃ

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন কম্পিউটার
কাজলা, রাজশাহী। ফোন ০৭২১-৮৬১৩৬৫

নির্ধারিত মূল্যঃ ১৫ (পনের টাকা) মাত্র।

ZAMATBODDHO JIBON JAPON. Written by Imamuddin Bin Abdul Basir & Pubished by As-Seerat Prokashoni. Nawdapara, Sapura, Rajshahi. Mob: 01717672458. Fixed Price: 15.00 only.

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি'আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ।

মহান আল্লাহ্র অমীয় বাণীই হচ্ছে, 'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে-ইমরান ৩/১০৩)।* অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা ও বিভক্তির ষড়যন্ত্র করা গুরুতর অন্যায়। যা হত্যাযোগ্য অপরাধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৭)।* পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুসলিম জাতির ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল, ইসলামের এ অমোঘ বাণী ও মানব মুক্তির অগ্রদূত মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর চিরন্তন আদর্শের কথা ভুলে গিয়ে মুসলিম জাতি ব্যাঙের ছাতার মত দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের বিভক্তির চিত্র দেখে মনে হয় যেন মুসলমান সমাজ দল বিভক্তির প্রতিযোগিতায় মাঠে নেমেছে। মুসলিম দেশ ও জাতির বিচ্ছিন্ন জীবন যাপনের ফলে মুসলিম বিরোধী শক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে সামান্যতম কৃপণতা করে না। মুসলিম জাতিকে মৌলবাদী, জঙ্গি, ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর জন্য সারা বিশ্বের অমুসলিম শক্তি ঐক্যবদ্ধ। তারা নিত্যনতুন ঠুনকো অজুহাত খাড়া করে প্রতিনিয়ত মুসলিম জাতিকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। স্বাধীন মুসলিম ভূখণ্ডকে পরাধীনতার শিকল পরিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কূটচাল ও তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ জিইয়ে রেখেছে বছরের পর বছর ধরে।

তারপরও কি আমাদের নিদ্রাভ্রম কাটবে না? এই পরিস্থিতির উত্তরণ কি কোনদিন ঘটবে না? আমরা কি কখনো ঐক্যের প্লাটফরমে সমবেত হতে পারব না? সময় এসেছে এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে তনুমনে ভাববার। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে মুসলিম ঐক্যের চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে ঐক্যের প্লাটফরমে আবদ্ধ হয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে হবে 'সকল বিধান বাতিল কর অহির বিধান কায়েম কর'।

'জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' আলোচনাটি ২০০৯ সালের জানুয়ারীতে এক প্রশিক্ষণে উপস্থাপিত হয়। যা শ্রোতাদের অনুরোধে ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা **মাসিক আত-তাহরীক**-এর ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইচ্ছা থাকলেও নানা প্রতিকূলতার কারণে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। 'তাবলীগী ইজতেমা ২০১১' উপলক্ষে লেখাটি বই আকারে প্রকাশ পেল। ফালিল্লাহিল হামদ। অত্র পুস্তকটি সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনে অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আমি আশাবাদী। পরিশেষে এ বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাদের উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন!

বিনীত

॥লেখক॥

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সকলে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপন পদ্ধতিকে আমরা জামা'আতবদ্ধ জীবন বা সাংগঠনিক জীবনের সাথে তুলনা করতে পারি। উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যখন একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তখন তাকে জামা'আত বলা হয়। মুসলিম জাতিকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন বেশ কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন। একইভাবে মানবতার মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নও বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন। বিধায় সংঘবদ্ধ জীবন যাপন মুসলিম উম্মাহ্র জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

আমরা গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই, মানুষ স্বভাবগতভাবেই সাংগঠনিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যেমন প্রতিটা মানুষ জন্মের পর থেকেই পিতা-মাতার অধীনে লালিত-পালিত হয়ে পারিবারিক সংগঠন কায়েম করে। ঠিক বেশ ক'টা পরিবার একজন সমাজপতির অধীনে সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে সাংগঠনিক জীবন যাপন করে চলেছে। এভাবে কয়েকটা সমাজ নিয়ে একটা গ্রাম, আবার কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন, কয়েকটা ইউনিয়ন নিয়ে একটা থানা বা উপযেলা, কয়েকটা থানা নিয়ে একটা যেলা, কয়েকটা যেলা নিয়ে একটা বিভাগ, কয়েকটা বিভাগ নিয়ে একটা দেশ, কয়েকটা দেশ নিয়ে একটা মহাদেশ, আর মহাদেশগুলো নিয়ে একটা বিশ্ব বা পৃথিবী। এককথায় সকল মানুষ সংঘবদ্ধভাবেই জীবন যাপন করে চলেছে বিভিন্ন পন্থায়। ইসলামের মহান বাণীও তাই। সকলকে জামা'আতবদ্ধ ভাবেই জীবন অতিবাহিত করতে হবে। সাংগঠনিক জীবন যাপনের জন্য তিনটি উপকরণ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এক. যোগ্য নেতৃত্ব, দুই. সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তথা কর্মপন্থা, তিন. নিবেদিতপ্রাণ একদল কর্মীবাহিনী। এই তিনের সমন্বয়ে হয় জামা'আত বা

সংগঠন। এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করার কল্পনাও করা যায় না।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল নেতৃত্ব ও আনুগত্য। যোগ্য নেতৃত্ব ছাড়া যেমন জামা'আত কায়েম হয় না, ঠিক আনুগত্যহীন কর্মী দ্বারাও জামা'আত টিকে থাকতে পারে না। এ দু'য়ের সমন্বয়ই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। যেমন হাট-বাজারে অগণিত মানুষের সমাগম হ'লেও তাকে যেমন জামা'আত বা সংগঠন বলা হয় না তেমনি মসজিদ ভর্তি হাযারো মুছল্লী একাকী ছালাত আদায় করলেও তাকে জামা'আত বলা যায় না। কেননা সেখানে নেতৃত্ব ও আনুগত্য কোনটাই নেই। যে জাতি যত সুসংগঠিত তারা তত বেশী সফল বা স্বার্থক। ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্যে সফলতার বীজ লুক্কায়িত। সুতরাং প্রয়োজনের তাকীদেই মুসলিম উম্মাহ্কে জামা'আতবদ্ধ তথা সাংগঠনিক জীবন যাপন করা সময়ের অপরিহার্য দাবী। বর্তমানে মুসলিম জাতির দূরাবস্থাই প্রমাণ করে মুসলিম ঐক্যের আবশ্যকতা। আলোচ্য নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হ'ল-

(১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয :

(ক) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ : পবিত্র কুরআনে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব বর্ণনা করে বেশ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

'তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যে নে'মত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তারপরে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনলকুণ্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদের ওটা হতে উদ্ধার করেছেন;

এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। অত্র আয়াতে ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর ঐক্যের মাপকাঠি হিসাবে পবিত্র কুরআনকে নির্ধারণ করা হয়েছে। যাতে দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে।[১] এ মর্মে হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْأً وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُوْا وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটিতে অসন্তুষ্ট হন। যে তিনটি কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তার একটি এই যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করবে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। তৃতীয়টি হচ্ছে, তোমরা মুসলিম শাসকদের সহায়তা করবে। আর যে তিনটি কাজ আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ তার একটি হচ্ছে, বাজে কথা বলা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অত্যধিক প্রশ্ন করা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে সম্পদ নষ্ট করা'।[২]

অত্র হাদীছে আল্লাহ্র পসন্দনীয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হ'ল শক্তভাবে আল্লাহর রজ্জু তথা কুরআনকে আঁকড়ে ধরে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করা। বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন থেকে বেঁচে থাকা। সকল মুসলিম পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। একজনের বিপদে অন্যদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়ার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

---

১. হাফিয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম তাহক্বীক্ব: মুছত্বফা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ও তার সাথীগণ (রিয়াযঃ দারুল আলামিল কুতুব, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ।

২. ছহীহ মুসলিম, (রিয়াযঃ দারুস সালাম, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০ খৃঃ), 'বিচার' অধ্যায়, হা/৪৪৮১।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

'তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহ্বান জানাবে সৎ কর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّه-

'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে একটি দল বা জামা'আতকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন একক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করা হয়নি; বরং একটি দল বা সম্প্রদায়কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি নিয়ে একটি দল বা সম্প্রদায় হয় না। এর জন্য বেশ কিছু মানুষের প্রয়োজন হয়। যখন কিছু মানুষ একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সেটা জামা'আত হয়। আর আল্লাহ যখন একটি দলকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলেছেন তখন অবশ্যই হক্বের দাওয়াত সম্প্রসারণের জন্য একটি জামা'আতকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই মহান দায়িত্ব পালনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُوْنَ بِهِمْ فِى السَّلَاسِلِ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوْا فِى الْإِسْلَامِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ আয়াত সম্পর্কে বলেন, মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণকর তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে (আল্লাহ্র

আনুগত্যের) শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে। অতঃপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে।[৩]

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে সাংগঠনিক জীবন-যাপনের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে। সেখানে এর সুফলও জানা যায়। জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন মহান আল্লাহ মানব জাতিকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন।[৪] পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বলা যায়, জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশ :

ঐক্যবদ্ধ জবীন যাপন করার প্রতি মহানবী (ছাঃ) মানবজাতিকে সচেতন করেছেন। সাথে সাথে এর উপকারীতার কথাও তুলে ধরেছেন। যেমন

عَنِ الْحَارِث الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه إِلاَّ أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.

হারিছ আল-আশ'আরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা (২) আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা (৩) তাঁর আনুগত্য করা (৪) প্রয়োজনে হিজরত করা ও (৫) আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেল তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডি ছিন্ন হ'ল-যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দাওয়াত দ্বারা আহ্বান জানাল, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম।[৫]

৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৫৫৭।
৪. আহমাদ, ত্বাবারাণী, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৫৭৩৭।
৫. আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৯৪।

এ হাদীছে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পাঁচটি নির্দেশের প্রথম তিনটিই সরাসরি জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া পঞ্চমটিতেও একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী দাওয়াতকেই জাহেলিয়াতের দাওয়াত বলা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সংগঠনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে সেই পথে মানুষকে দাওয়াত দিলে পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ছালাত-ছিয়াম বা নিজেকে খাঁটি মুসলিম হিসাবে দাবী করে কোন ফায়দা হবে না। বরং নিজেও বিপথগামী হবে আর অন্যকেও বিপথগামী করবে।

(গ) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনে ছাহাবীগণের শপথ :

ইসলামের সোনালী যুগে ছাহাবায়ে কেরাম সর্বাবস্থায় জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট শপথ নিয়েছিলেন। তাদের শপথ ছিল শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যা ঈমান থাকা অবস্থায় কোন ভাবেই বিচ্ছিন্ন হবার নয়। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لاَّنُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَنَخَافُ فِىْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

উবাদাহ ইবনু ছামিত রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, আমরা আমীরের আদেশ শুনব ও মেনে চলব, কষ্টে হৌক স্বাচ্ছন্দ্যে হৌক, আনন্দে হৌক অপসন্দে হৌক, আমাদের উপরে কাউকে প্রাধান্য দেয়ায় হৌক। বায়'আত করেছিলাম এই মর্মে যে, নেতৃত্ব নিয়ে আমরা কখনো ঝগড়া করব না। যেখানেই থাকি সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করব না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'আমীরের মধ্যে প্রকাশ্যে কুফরী না

দেখা পর্যন্ত (এই আনুগত্য চলবে) যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হ'তে তোমাদের নিকটে নির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে।[৬]

সর্বাবস্থায় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যেই জামা'আতে যিন্দেগীর মূল শিকড় প্রোথিত। 'বায়'আতে কুবরাতে' ছাহাবীগণ যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

قَالَ جَابِرٌ قُلْنَا يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَى مَا نُبَايِعُكَ؟ قَالَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَعَلَى النَّفْقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى أَنْ تَقُوْمُوْا فِى اللهِ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ فِى اللهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوْنِىْ إِذَا قَدِمْتُ إِلَيْكُمْ وَتَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ.

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা আপনার নিকট কী বিষয়ে বায়'আত করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, (১) আনন্দে ও অলসতায় সর্বাবস্থায় আমার কথা শুনবে ও মেনে চলবে (২) কষ্টে ও সচ্ছলতায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করবে (৩) ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে (৪) আল্লাহর পথে সর্বদা অটল থাকবে এবং উক্ত বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না (৫) যখন আমি তোমাদের নিকটে হিজরত করে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে তোমরা তোমাদের জান-মাল ও স্ত্রী-সন্তানদের হেফাযত করে থাক, অনুরূপভাবে আমাকে হেফাযত করবে। বিনিময়ে তোমরা জান্নাত পাবে'।[৭]

সার কথা হ'ল, ছাহাবীগণ শপথ করে ছিলেন যে, সর্বাবস্থায় তাঁরা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করবেন। নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করবেন না। ভাল কাজের আদেশ

---

৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬৮; মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়, হা/৩৬৬৬।

৭. মুসনাদে আহমাদ, সনদ হাসান, হাকেম ও ইবনু হিব্বান একে ছহীহ বলেছেন, আলবানীও ছহীহ বলেছেন। আহমাদ হা/১৩৯৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৩।

ও অন্যায় কাজের নিষেধ করবেন। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে সাহায্য করবেন ও তাঁর নিরাপত্তার ত্রুটি করবেন না। সদা সত্য কথা বলবেন এবং আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলার ব্যাপারে কোন তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারকে পরোয়া করবেন না। এই আলোচনা থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হেব যে, জীবন চলার পথে সত্যকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে অনেকে তিরষ্কার করতে পারে তখন কারো কথায় কর্ণপাত না করে হক্ব অনুযায়ী চলতে হবে।

(২) জামা'আত বিহীন জীবন জাহেলী জীবনের শামিল :

ইসলামী জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকা কোন মুসলিমের জন্য উচিত নয়। কেননা বিচ্ছিন্ন জীবনকে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জাহেলী জীবন হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ اِبْنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاىَ مِنْ أَمِيْرِه شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ তার আমীরের মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে ব্যক্তি ইসলামী জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে জাহেলী হালতে মৃত্যুবরণ করল'।[৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِّنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَحُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমীরের নিকট থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিল, সে ক্বিয়ামতের দিনে আল্লাহর সাথে মুলাক্বাত করবে এমন অবস্থায় যে তার জন্য কোন দলীল থাকবে না। যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমন অবস্থায় যে, তার গর্দানে (আমীরের) বায়'আত নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[৯]

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯০; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯৩; মিশকাত হা/৩৬৭৪।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি মুসলিম জামা'আত হ'তে বের হয়ে গিয়ে একাকী জীবন যাপন করে এবং সে অবস্থায় মারা যায় তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। সেকারণ কোন মুসলিম ব্যক্তির জামা'আত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপনের কোন সুযোগ নেই। প্রত্যেক মুসলিমকেই হক্বপন্থী জামা'আতের সাথে শামিল হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত দাবী।

(৩) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব :

মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামা'আতে ছালাত আদায়ের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তাতে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বও বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ثَلَثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍ لاَتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَوْةَ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ.

আবু দারদা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোন তিন ব্যক্তি তারা (জনবহুল) গ্রামে থাকুক অথবা জনবিরল অঞ্চলে থাকুক, তাদের মধ্যে ছালাতের জামা'আত কায়েম করা হয় না, নিশ্চয়ই তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং অবশ্যই তুমি জামা'আত কায়েম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ সেই ছাগল-ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একা থাকে'।[১০]

এখানে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন। যদিও তা ছালাতের জামা'আত সংক্রান্ত। তবুও এর মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্বের বিষয়টি নিহিত আছে। সাধারণত নেকড়ে বাঘ বা হিংস্র প্রাণী সে ছাগল বা ভেড়াকে আক্রমণ করে যে স্বীয় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে একাকী পেয়ে খুব সহজেই ধরাশায়ী করে এবং খেয়ে ফেলে। কিন্তু যদি তারা সকলে দলবদ্ধ হয়ে থাকে তাহ'লে হিংস্র প্রাণী সে দলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না। তাই মানুষ যদি একাকী জীবন যাপন করে তাহ'লে শয়তান তাকে সহজেই বিপথগামী

১০. আহমাদ, নাসাঈ, সুনানু আবুদাঊদ, তাহক্বীক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী, সনদ হাসান, হা/৫৪৭; মিশকাত হা/১০৬৮।

করার সুযোগ পায় এবং তা করেও ফেলে। আর সংঘবদ্ধ থাকলে শয়তান সে সুযোগ পায় না। কেননা তখন কেউ ভুল করলে অন্যরা তাকে সংশোধন করে দেয়। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামা'আতে যিন্দেগীর গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে অন্যত্র বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِيْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ. 'যখন তিন জন একত্রে সফরে বের হবে তখন তাদের মধ্যে একজনকে তারা যেন আমীর নিযুক্ত করে নেয়'।[১১] অন্যত্র আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বর্ণিত হয়েছে,

وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

'তিনজন লোকের জন্যও কোন নির্জন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত করা হয়।'[১২]

হাদীছদ্বয়ে পরিষ্কার বুঝা যায় কোন মুসলিম ব্যক্তি একাকী থাকতে পারে না। যদি তারা তিনজন মিলে সফরেও যায় তবুও তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নির্বাচন করে তার নেতৃত্বে চলাফেরা করতে হবে। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব কত বেশী তা উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

(৪) লক্ষ্যহীন জামা'আত জাহেলী জীবনের অন্তর্ভুক্ত :

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে এমন জামা'আতের অনুসরণ করতে হবে যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। সাথে সাথে তা হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ সমর্থিত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَهِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُوْا إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ وَ مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِىْ

১১. আবুদাঊদ, হা/২৬০৮ সনদ ছহীহ ।
১২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ হাসান, পৃঃ ২/১৭৬, হা/৬৩৬০ ।

يَضْرِبُ بِرَّهَا وَ فَاجِرَهَا وَلَايَتَحَاشُ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَايَفِىْ لِذِىْ عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَ لَسْتُ مِنْهُ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু মহানবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে জাহেলিয়াতের সাথে মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে যুদ্ধ করে, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রপ্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনা থাকে না) আর তাতে সে নিহত হয়, তাহ'লে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে ভালমন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করে, মুমিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার উম্মত নয়; আমিও তার কেউ নই'।[১৩]

অতএব পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পরিচালিত জামা'আতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। যাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অস্পষ্টতা এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী নীতি-আদর্শ প্রকাশ পাবে সে সব জামা'আত ও সংগঠনে যোগদান করা যাবে না। স্রেফ গোত্রপ্রীতি বা দলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যুদ্ধ করা, এরূপ দলকে সাহায্য করা এবং এ পথে মানুষকে আহ্বান করাও যাবে না। একজন মুমিন ব্যক্তি যা কিছু করবে তার সবকিছুই স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হ'তে হবে। এক্ষেত্রে দলের অনুসরণ নয় বরং দলীলের অনুসরণই প্রতিপাদ্য বিষয়। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، 'হে নবী বলুন! আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছুই বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহর জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। সুতরাং ইসলামের নীতি ও আদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক আদর্শ সম্পন্ন কোন দলের সাথে মুসলিম ব্যক্তি কোন প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারে না।

(৫) জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম :

১৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৬ ।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত মুসলিম জামা'আতকে আঁকড়ে ধরে থাকা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرِمُوْا أَصْحَابِىْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكِذْبُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْلِفُ وَلاَ يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ وَلاَ يُسْتَشْهَدُ أَلاَ مَنْ سَرَّهُ بُحْبُوْحَةُ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ وَهُوْ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبعَدُ وَلاَيَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمْ وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

ওমর রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার ছাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তারা তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক। অতঃপর তৎপরবর্তী লোক (তাবেঈ), অতঃপর তৎপরবর্তী লোকদেরকে (তাবে তাবেঈ)। এর পর মিথ্যার আবির্ভাব ঘটবে। এমনকি কোন ব্যক্তি (স্বেচ্ছায়) কসম করবে, অথচ তার নিকট কসম চাওয়া হবে না। সে সাক্ষ্য দিবে, অথচ তার নিকট হ'তে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। সাবধান! যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন জামা'আতকে ধরে রাখে। কেননা শয়তান সে ব্যক্তির সাথে থাকে, যে জামা'আত হ'তে পৃথক থাকে। সাবধান! তোমাদের কেউ যেন কোন বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। কেননা শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে তাদের মাঝে উপস্থিত থাকে। আর যার নেক কাজে মনের মধ্যে আনন্দ জাগে এবং খারাপ কাজ তাকে চিন্তিত করে ফেলে, সেই প্রকৃত ঈমানদার'।[১৪]

অতএব একথা স্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি জান্নাত লাভের আশাবাদী হ'তে চাইলে তাকে অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। নচেৎ জান্নাত পাওয়া

১৪. মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, হা/১১৪ ও ১১৭৭, পৃঃ ১/১১৬ ও ১৭৬; নাসাঈ, হা/৩৮০৯; মিশকাত হা/৬০১২।

মুশকিল হবে। কেননা শয়তান ঐ ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায় যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে পৃথক থাকে। আর যারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের থেকে শয়তানও দূরে অবস্থান করে।

(৬) একাকী হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে :

মানুষকে সর্বদা জামা'আতবদ্ধ থাকতে হবে। কোন কারণে হক্বপন্থী দল পাওয়া না গেলে একা হ'লেও হক্বের উপর অটল থাকতে হবে। ভ্রান্ত দলের সাথে থাকা যাবে না। ইসলামের ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, কখনো বাতিলের সাথে আপোষ করা যাবে না।

'হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট কল্যাণের বিষয়ে প্রশ্ন করত আর আমি তাঁর নিকট প্রশ্ন করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে- এই ভয়ে যে, তা যেন আমাকে পেয়ে না বসে। তাই আমি একদা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা ও অমঙ্গলের মধ্যে। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য এই কল্যাণ প্রদান করলেন। এ মঙ্গলের পরও কি আর কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বললাম, ঐ অমঙ্গলের পরে কি আর কোন মঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে কলুষতা আছে। আমি বললাম, কলুষতা আবার কী? তিনি বললেন, 'তখন এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে- যারা আমার প্রবর্তিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করবে, আমার প্রদর্শিত হেদায়াতের পথ ছেড়ে অন্যত্র হেদায়াত ও পথের দিশা খুঁজবে। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয়টাই থাকবে। তখন আমি আরয করলাম, এ মঙ্গলের পর কি কোন অমঙ্গল আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজার দিকে আহ্বানকারীদের উদ্ভব হবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি তখন বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! তাদের পরিচয় দিন। তিনি বললেন, তাদের বর্ণ বা ধরণ হবে আমাদের মতো এবং তারা আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! যদি আমরা সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তবে আপনি আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা

মুসলিম জামা'আত ও তার ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের কোন জামা'আত বা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি সমস্ত (ভ্রান্ত) দল থেকে আলাদা থাকবে, যদিও তুমি একটি বৃক্ষমূল দাঁত দিয়ে আঁকড়ে থাক এবং এ অবস্থায়ই মৃত্যু তোমার সন্নিকটে পৌঁছে যায়'।[১৫]

অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠেছে, **প্রথমত:** এই পৃথিবীতে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পথ-পদ্ধতি ছাড়া বিকল্প পন্থা অবলম্বন করবে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর হেদায়াতের সরল পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকবে। তাদের নিকট মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর দেখানো পথ যথেষ্ট হবে না। একে তারা কম বা অপূর্ণ মনে করবে। তারা অতি ভক্তির চোরাগলিতে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। তারা স্বীয় দলীয় স্বার্থে হক্ব-বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটাতে কোন পরওয়া করবে না। তারা মুখে ভাল কথা বললেও প্রকৃত হক্ব হ'তে বহু দূরে অবস্থান করবে। বর্তমান সময়ে এদের সংখ্যা কম নয়। বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে। **দ্বিতীয়ত:** কোন মুসলিম ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হ'লে তার করণীয় হ'ল, সে হক্বপন্থী দল ও তার আমীরকে আঁকড়ে ধরবে। আর হক্বপন্থী জামা'আত অন্বেষণে সে কোন প্রকার ছলচাতুরী বা উদাসীনতার আশ্রয় নিবে না। **তৃতীয়ত:** সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও যদি হক্বপন্থী দল ও আমীরের সন্ধান পাওয়া না যায় তবুও কোন বাতিল দলের সংস্পর্শে যাওয়া যাবে না। বরং তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। যদিও একাকী কোন নির্জন বন-জঙ্গলে গাছের শিকড় আঁকড়ে থাকতে হয়। তবুও বাতিল ফের্কা বা দলের সাথে মেশার চেয়ে সেটিই ভাল হবে।

অতি চালাক এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত জামা'আতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। যদি তাদেরকে এ ভুল ধরিয়ে দেয়া হয় তাহ'লে তারা চতুরতার সাথে বলে দেশে একশ' ভাগ হক্বপন্থী কোন মুসলিম জামা'আত নেই তাই তাদের অনুসরণ করি। এরূপ ধুরন্ধর লোকদের অপকৌশলের কবর রচনা করা হয়েছে অত্র হাদীছে। যদি হক্বপন্থী

১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৮৪; মিশকাত হা/৫৩৮২।

দলের সন্ধান না মিলে তবুও বাতিলের সাথে মিশে তাকে শক্তিশালী করা যাবে না। একাকী থেকে হক্বের উপর আমল ও দাওয়াতের কাজ করতে হবে। এটাই ইসলামের আদর্শ বা নীতি। কারণ হক্বের পথ বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বাবস্থায় আপোষহীন।

মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের মৌলিক দাবী। মুসলিম ব্যক্তির জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিকল্প কোন পথ ইসলামী শরী'আতে নেই। কোন ব্যক্তিই কোন অজুহাত দেখিয়ে হক্বের অনুসারী দল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সাথে সাথে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত পাশ্চাত্যের নীতি বা আদর্শের ধ্বজাধারী দলের অনুসরণেরও কোন সুযোগ নেই। সকল মুসলিম ব্যক্তিকে দলমত নির্বিশেষে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মর্মমূলে জামা'আতবদ্ধ হয়ে দুর্বার মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। প্রগতির নামে বিজাতীয় মতবাদ কিংবা ইসলামের নামে মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে অহি-র স্বচ্ছ প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনই মুক্তির চিরন্তন পথ। যতদিন আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্কে ঐক্যের মাপকাঠি ও সকল মত-পথের ঊর্ধ্বে স্থান করে দিতে না পারব ততদিন আমরা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথের দিশা পাব না, এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের সকলকে হক্বপন্থী মুসলিম জামা'আতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য

পৃথিবীর সকল সৃষ্টি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক পরস্পর পরস্পরের নেতৃত্ব সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে নিয়েই বিশ্ব চরাচরে জীবন তরী পরিচালনা করছে। পারিবারিক জীবন যাপনে পরিবারের মূল মালিকের নেতৃত্ব পরিবারের সকল সদস্য মেনে নেয়ার ফলেই পারিবারিক সংগঠন কায়েম হয়েছে। যে ধর্মে বা দেশে পারিবারিক সংগঠনের বাস্তবায়ন নেই তাদের পারিবারিক সংগঠন মুখ থুবড়ে পড়েছে অশান্তির গহ্বরে। পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের আনুগত্য দেশের বিভিন্ন বাহিনী ও জনতা না করলে কোন রাষ্ট্র এক মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারত না। কোন সংগঠন, রাষ্ট্র বা সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকে আনুগত্যের কারণেই। যেখানে নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য নেই সেখানে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবেই ইসলামী আমীরের আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য বিষয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে আমীরের আনুগত্য করা ফরয যতক্ষণ তিনি ন্যায়ের পথে অটল থাকবেন। আমীরের আনুগত্য পরিত্যাগ করাকে জাহিলী জীবনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে আনুগত্য :

মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে আমীর তথা তাদের মধ্য হতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন। তাই হক্বপন্থী আমীরের আনুগত্য থেকে টাল বাহানা করার চিন্তা করা মুসলিম ব্যক্তির জন্য অনুচিত। কেননা নেতৃত্বের আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। আর আল্লাহর নির্দেশ পালনের মধ্যে রয়েছে দুনিয়াবী জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং পরকালীন জীবনের মুক্তি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের অন্তর্গত আমীর তথা আদেশদাতাগণের অনুগত হও; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তবে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে তাকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি' *(নিসা-৪/৫৯)*।

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পাশাপাশি রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে বিজ্ঞ নেতৃত্বের আনুগত্য করারও নির্দেশ দিয়েছেন। উপস্থাপিত আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলের পূর্বে أَطِيْعُوْا শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আমীরের পূর্বে করা হয়নি। কারণ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে শর্তহীনভাবে। পক্ষান্তরে আমীরের আনুগত্য করতে হবে শর্ত সাপেক্ষে। আর তা হল- যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন ততক্ষণ তাঁর আনুগত্য করতে হবে। যদি তিনি পাপ বা সীমালংঘনের ক্ষেত্রে নির্দেশ দেন তাহলে তাঁর আনুগত্য করা যাবে না। এখানে আরেকটি বিষয় ফুটে উঠেছে যে, যদি মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব লেগে যায় তাহলে উভয়ের দাবী ছুড়ে ফেলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিধানকে সবার ঊর্দ্ধে স্থান দিতে হবে।

وأولى الأمر তথা দায়িত্বশীল এর ব্যাখ্যায় ছহীহ বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে আলোচনা বিধৃত হয়েছে-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবনু হুযাফাহ ইবনু ক্বায়স ইবনু আদী সম্পর্কে যখন তাকে নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একটি সৈন্য দলের

দলনায়ক করে প্রেরণ করেছিলেন'।[১৬] হাদীছটিতে সৈন্য দলের দলনায়ককে واولى الامر বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ আমীর বলতে স্রেফ রাষ্ট্র প্রধান বা শাসককে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ এ হাদীছটিতে বুঝা যায় আমীর বলতে শুধু শাসকই নন বরং অন্যান্য পর্যায়ের নেতৃত্বও এর মধ্যে শামিল।

ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে আনুগত্য ঃ

মানবমুক্তির অগ্রদূত নবীকূল শিরমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর মুখনিঃসৃত বাণীতেও নেতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের বিষয়টি চমৎকারভাবে ফুঠে উঠেছে। নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মহানবী (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল। যে ব্যক্তি আমার নাফারমানী করল, বস্তুত: সে আল্লাহর নাফারমানী করল। যে ব্যক্তি আমীরের (শাসক/দায়িত্বশীল) আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। যে আমীরের অবাধ্য হল, সে যেন আমারই অবাধ্য হল। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বা শাসক হলেন ঢাল স্বরূপ, তাঁর পশ্চাতে থেকে যুদ্ধ করা হয়- এবং তাঁর দ্বারা (বিপদ-আপদ হতে) নিরাপদে থাকা যায়। সুতরাং যে নেতা আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি রেখে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করে, তার বিনিময়ে সে ছওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি সে তার বিপরীত কোন কথা বলে বা কাজ করে, তাহলে তার গুনাহ ও সাজা তার উপর বর্তাবে'।[১৭] অত্র হাদীছে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য করার বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। নেতাকে রাসূল (ছাঃ) ঢালের সাথে তুলনা করেছেন।

১৬. ছহীহ বুখারী হা/৪৫৮৪; ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩৪।
১৭. মুত্তাফক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১।

কারণ তার অধীনে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُوْدُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا.

উম্মুল হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোন বিকলাঙ্গ কুৎসিত ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তবে তোমরা অবশ্যই তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে'।[১৮] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা হুকুম শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর যদিও তোমাদের উপর কিশমিশের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট হাবশী গোলামকে নেতা নির্বাচন করা হয়'।[১৯]

হাদীছদ্বয়ে বুঝা যায় যে নেতৃত্ব যে ধরণের ব্যক্তিকেই দেয়া হোক না কেন দ্বিধাহীনভাবে সকলকে তার নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে এটাই ইসলামের মহান আদর্শ। ইসলাম মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ রাখেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে মান মর্যাদায় সকল মানুষ সমান। কারো উপর কারো কোন প্রাধান্য নেই। প্রাধান্য পাবে আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে অন্য কোন পন্থায় নয়। তাইতো ইসলাম সার্বজনীন জীবনাদর্শ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوْتُ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

১৮. ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২।
১৯. বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৬৩।

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কেউ তার নেতাকে অপসন্দনীয় কিছু করতে দেখে, তবে তার ধৈর্যধারণ করা উচিত। কেননা যে কেউ ইসলামী জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলে এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।[২০] যারা নেতৃত্ব দিবেন তাদের কোন আচরণ বা কাজ কারো ভালো না লাগলে তৎক্ষণাৎ তার কুৎসা রটনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। অকারণে মানুষের মাঝে তার সমালোচনা করা যাবে না। তার ছিদ্রান্বেষণের জন্য কোন চেষ্টাও করা যাবে না। বরং ধৈর্যধারণ করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ.

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য হতে হাত গুটিয়ে নেয়, ক্বিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার কাছে (ওযর-আপত্তির) কোন প্রমাণ থাকবে না'।[২১] নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলে কোন অযুহাত পেশের সুযোগ থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের হাতে হাত রেখে বায়'আত করবে, সে যেন নিষ্ঠার সাথে সাধ্যমত তার আনুগত্য করে'।[২২] মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, জিহাদ দু'প্রকার। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হল ঐ ব্যক্তির জিহাদ, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং নেতার আনুগত্য করে। আর উত্তম মাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে এবং ফিতনা-ফাসাদ পরিহার করে। তার নিদ্রা ও জাগরণ সবই ইবাদতরূপে গণ্য হবে'।[২৩]

---

২০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৮; ছহীহ মুসলিম হা/৪৮৯০।
২১. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৪; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৯৩।
২২. সুনানু নাসাঈ, তাহক্বীক্বঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল মা'আরেফ তাবি.) হা/৪১৯১; হাদীছ ছহীহ।
২৩. নাসাঈ হা/৪১৯৫, সনদ হাসান।

উপরিউক্ত হাদীছগুলোতে নেতার আনুগত্য করার জন্য জোরালো তাকীদ দেয়া হয়েছে। খেয়ালীপনা করে বা যিদ করে নেতার আনুগত্য করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার এখতিয়ার কোন মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি। বরং ক্ষেত্র বিশেষ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও আমীরের আনুগত্য করার জোর তাকীদ করা হয়েছে। সাথে সাথে অপসন্দীয় কাজে ধৈর্য ধারণ করতে বলা হয়েছে।

পাপ ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে আনুগত্য নেই :

পাপ ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নেতা বা কারো আনুগত্য করতে পারবে না। যাদের আনুগত্য করা ইসলামে যরূরী পাপের কাজে তাদেরও আনুগত্য করতে কেউ বাধ্য নয়। যেমনভাবে মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

'তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা' *(মায়েদা ৫/২)*। এমর্মে হাদীছে এসেছে-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

ইবনু ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির (নেতার নির্দেশ) শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। চাই সে নির্দেশ তার পসন্দ হোক কিংবা অপসন্দ হোক, যতক্ষণ না তাকে নাফারমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তার প্রতি নাফারমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার দায়িত্ব নেই।[২৪]

---

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪।

অপর এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নাফারমানী তথা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র ন্যায় ও সৎ কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য'।[২৫] নেতার আনুগত্য করতে হবে ন্যায় সঙ্গত বিষয়ে। অন্যায়ের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করার বিধান শরী'আতে নেই। অন্যায় কাজে নেতাকে সহযোগিতা করলে তার পাপের ভাগ তাকেও নিতে হবে। অন্যত্র মহানবী (ছাঃ) বলেন,

وَعَلَى أَنْ لَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ.

রাসূল (ছাঃ) আমার নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, আমরা নিযুক্ত শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না। অবশ্য তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা লড়াই করতে পার, যদি তাকে প্রকাশ্যে কুফরী তথা গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে দেখ। আর সে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কুরআন (ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র) এর ভিত্তিতে কোন দলীল প্রমাণ থাকে।[২৬]

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

নওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই'।[২৭] অর্থাৎ আল্লাহর নাফারমানী হবে, এমন কাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির আনুগত্য করা জায়েয নয়। স্রষ্টাকে উপেক্ষা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্যের বৈধতা ইসলমী শরী'আতে নেই। কারণ স্রষ্ঠার সন্তুষ্টির জন্যই নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়।

---

২৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫।

২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৬।

২৭. শরহে সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, হাদীছ ছহীহ।

একদা মহানবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কোন এক অভিযানে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং জনৈক আনছারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাদেরকে তার কথা শুনতে ও অনুগত্য করতে আদেশ করলেন। তারপর কোন ব্যাপারে তারা তাকে রাগিয়ে তুলল। সে তখন বলল, আমার জন্য কাঠ কুড়িয়ে একত্রিত কর। তারা তা করল। এরপর সে বলল, আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। তখন তারা আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। তারপর সে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কি তোমাদেরকে আমার কথা শুনতে ও আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি? তারা বলল, জী হ্যাঁ। তখন সে বলল, তাহলে তোমরা এবার আগুনে ঝাঁপ দাও। তখন তাঁরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাতে শুরু করলো। তারপর তারা জবাব দিল-আমরা তো (ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে) আগুন থেকে বাচাঁর জন্যই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করেছি। তারা আগুনে ঝাঁপ দিলেন না। যথা সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল। তখন তিনি যারা আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হয়েছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তখন তোমারা যদি সত্যি সত্যি আগুনে ঝাঁপ দিতে তবে ক্বিয়মত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে। পক্ষান্তরে অপরদলকে লক্ষ্য করে তিনি উত্তম কথা বললেন। তিনি বললেন-'আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় আনুগত্য নেই। আনুগত্য কেবলই সৎ কজের ক্ষেত্রে'।[২৮]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوْا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَا مَا صَلَّوْا.

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের এমন সব নেতা নিযুক্ত করা হবে, যারা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কাজ করবে। সুতরাং

---

২৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৬৫-৪৭৬৬।

যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি কাজটিকে খারাপ জানল সে ব্যক্তিও নিরাপদে থাকল। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং সে কাজে আনুগত্য করল সে তার দ্বারা পাপে নিমজ্জিত হল। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! এমতাবস্থায় আমরা কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ যাবৎ তারা ছালাত পড়ে। না; যতক্ষণ যাবৎ তারা ছালাত পড়ে'।[২৯]

আলোচ্য হাদীছগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, আমীর বা নেতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে যদি তিনি ন্যায়ের আদেশ দেন তাহলে। আর যদি তিনি অন্যায়ের বা পাপের কাজে নির্দেশ দেন তাহলে তার কথা মান্য করা যাবে না। যদি তিনি প্রকাশ্য কুফুরী বা শিরকী কাজে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তার আনুগত্য করা বৈধ হবে না। তখন তার আনুগত্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে। যদিও আমরা বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাপের কাজেও স্বীয় দল বা নেতার আদেশ মান্য করে চলেছি। যা শরী'আত সিদ্ধ নয়।

মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলে শাস্তি :

কোন ব্যক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইলে মহানবী (ছাঃ) তার কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আর এরূপ জঘন্য কাজ ক্ষমার যোগ্য নয়। এ ধরণের নোংরা কাজ কোন বোধ সম্পন্ন মানুষ করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবে, সে হত্যাযোগ্য। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

২৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১।

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّهُ سَتَكُوْنُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيْعٌ فَاضْرِبُوْهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ.

আরফাজা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা ফাসাদের উদ্ভব হবে। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। চাই সে যে কেউ হোক না কেন'।[৩০]

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টির জঘন্য অপরাধ রোধের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে কোনভাবেই যেন মুসলিম সমাজের ঐক্য বিনষ্ট না হয়। মুসলিম ঐক্য রক্ষার বিষয়ে সকলকে সচেতনতার সাথে আন্তরিক হতে হবে। কারণ মুসলিম সমাজ যত দল-উপদলে বিভক্ত হবে তাদের শক্তি ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে তারা ইসলামের মূল রূহ থেকে ছিটকে পড়বে অনেক দূরের অচেনা গলিতে। ইসলামের মূল রূপ রেখা বাস্তবায়নের স্বার্থেই মুসলিম ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন।

নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া হারামঃ

ইসলামী জীবনাদর্শে নেতৃত্ব চেয়ে নেয়া হারাম। এমনকি নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য মনের মধ্যে কোনরূপ আকাংখা করাও শরী'আতে নিষেধ। যেমন হাদীছে বিধৃত হয়েছে

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ

৩০. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৭; ছহীহ মুসলিম হা/৪৭৯৬।

إِنَّا وَاللهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ، وفي رواية قَالَ لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ.

আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমি ও আমার দু'জন চাচাত ভাই নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর নিকট গেলাম। তখন তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ! আল্লাহ আপনাকে যেসব কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, আপনি আমাদেরকে তার মধ্য হ'তে কোন একটির শাসক নিযুক্ত করুন। অতঃপর দ্বিতীয়জনও অনুরূপ বলল। উত্তরে নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা এ কাজের দায়িত্বশীল পদে এমন কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার প্রার্থী হয় এবং ঐ ব্যক্তিকেও না যে তার জন্য আকাংখা করে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে- নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা আমাদের কোন কাজেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি না, যে তার ইচ্ছা করে বা চেয়ে নেয়'।[৩১] অপর এক হাদীছে বর্ণনা করা হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, (হে সামুরা!) নেতৃত্ব বা পদ চেয়ে নিও না। কেননা যদি তোমাকে তা চাওয়ার কারণে দেয়া হয়, তবে তা তোমার উপরেই সোপর্দ করা হবে। আর যদি তা তোমাকে চাওয়া ব্যতীত দেয়া হয়, তাহলে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে।[৩২]

৩১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৩।
৩২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮০।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, নেতৃত্ব বা ক্ষমতা চেয়ে নেয়া যাবে না। এমনকি ক্ষমতার প্রতি কোন প্রকার লোভ বা লালসাও থাকা যাবে না। কেউ ক্ষমতা চাইলে ইসলামী শরী'আত মেতাবেক তাকে কোন দায়িত্ব প্রদান করা বৈধ নয়। কেননা দায়িত্ব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়। তাই না চাওয়ার মাধ্যমে কারো উপর কোন দায়িত্ব এসে গেলে তাতে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর সে দায়িত্বের মাঝে কল্যাণ থাকে। যেমন মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি নেতৃত্বের লোভ করে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য লজ্জার কারণ হবে'।[৩৩]

যারা পদ চেয়েছে বা পদ পাওয়ার জন্য লালয়িত এরূপ ব্যক্তিকে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দেননি। অথচ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। নেতৃত্ব পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মানুষ রাস্তায় নেমে পড়ে। স্রেফ পদ চেয়ে নেয়া নয় বরং নেতৃত্ব পাওয়ার মানসে মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশসহ মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে নেতা হওয়ার ইচ্ছা বন্দোবস্ত করে। ফলশ্রুতিতে নেতৃত্ব যুদ্ধের দাবানলে পৃথিবীর বাতাস উষ্ণ হয়ে পড়ে। শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্ব। একে অপরকে ঠকিয়ে ক্ষমতায় জিতার মহড়া প্রদর্শন করে। যা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বহির্ভূত কাজ।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বাস্তবতা

আমরা পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের বাস্তবতা খুবই ফলপ্রতসূ। ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে কোন জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পৃথিবীতে এর নযীর নেই। তবে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য লাভবান হয়েছে একথার সত্যায়ন ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করছে। যেমন ইসলামের প্রাথমিক জীবনে মুসলিম সমাজ জামা'আতবদ্ধভাবে না থাকলে কাফির সম্প্রদায় ইসলামের শিকড়সহ উপড়ে ফেলার প্রানন্তকর চেষ্ট চালাত। আর হয়তবা সফলও হত। কিন্তু মুসলিম জাতির ঐক্য নীতির কাছে

৩৩. বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮১।

তারা একপা সামনে এগিয়ে গেলে পরক্ষণে দু'পা পিছনে সরতে বাধ্য হয়েছে। বদর যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য বাহিনীর নিকটে সহস্রাধিক অমুসলিম সৈন্য লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করে। মুসলমানদের এ বিজয়ে তাদের একতাকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। অনুরূপভাবে ওহুদ, খন্দকসহ বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিম জাতির বিজয়ের পিছনে তাদের ঐক্যবদ্ধ নীতি প্রশংসনীয়। যদিও ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় হয়েছিল। কিন্তু স্রেফ নেতৃত্বের প্রতি অবহেলা ও আনুগত্যের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শণের ফলস্বরূপ। ৫০ জন তীরন্দাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতার আদেশ মোতাবেক শত্রু বাহিনীকে আক্রমণ করতে থাকলে হয়তবা সেদিন সংকটাপন্ন পরিস্থিতির শিকার হতে হত না।

আমারা পিছন ফিরে তাকালে আরো দেখতে পাই হিটলার স্রেফ দুনিয়াবী জীবন-স্বার্থক করার লক্ষ্যে তার প্রশিক্ষিত ঐক্যবদ্ধ বাহিনী দ্বারা বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। ঐ পথে সে অনেকদূর এগিয়েও গিয়েছিল। ইসলাম যতদিন দল-উপদলে বিভক্ত হয়নি ততদিন সারা বিশ্বের নিকট স্মরণীয় বরণীয় ছিল। সকল সভ্যতাকে হার মানিয়ে সভ্যতার স্বর্ণচূড়া দখল করত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কিন্তু মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর তিরোধানের পর যখন পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে মুসলিম জাতি বিধর্মীদের নিকট ঘৃণার পাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। তাই ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত কল্যাণ। সার্বিক বিশ্লেষণে বুঝা যায় মুসলিম বিশ্বের আশু বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইলে সর্বপ্রথম কাজ সকলে মিলে হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর সে মতে সার্বিক জীবন পরিচালনা করা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

اَللَّهُمَّ اغْفِرلِيْ وَلِوَادَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.